বর্তমান

19 July, 2014

কলকাতায় যাত্রী পরিবহণে এবার রোপওয়ে চালানোর প্রস্তাব রাজ্যকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: বিকল্প পরিবহণ ব্যবস্থা হিসাবে এবার কলকাতার বুকে রোপওয়ে চালাতে চায় কনভেয়র অ্যান্ড রোপওয়ে সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি সংস্থা। তাদের তরফ থেকে এই নিয়ে রাজ্য সরকারের কাছে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে এ কথা জানান সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শেখর চক্রবর্তী। তিনি বলেন, শিয়ালদহ থেকে বি বা দী বাগ পর্যন্ত এই রোপওয়ে চালানোর প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তবে এখনও রাজ্যের নগরোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে হ্যাঁ বা না কিছুই বলা হয়নি। যদিও ওই কর্তার দাবি, এই প্রস্তাবে সরকার বেশ উৎসাহিত। প্রকল্পের ডিটেইলড প্রজেক্ট রিপোর্ট (ডি পি আর) জমা দিতে বলা হয়েছে। আগামী সপ্তাহে তা আমরা জমা দেব।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন রোপওয়ের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, সেগুলি সরলরেখা বরাবর চলে। কিন্তু ওই সংস্থার দাবি, তারা কলকাতায় যে রোপওয়ে চালাবে, তা গলির ভিতর দিয়েও যেতে পারবে। শেখরবাবুর দাবি, আকাবাঁকা রাস্তা দিয়ে যাতে রোপওয়ে চলতে পারে, সেই প্রযুক্তি আবিষ্কার করেছেন তিনি। এর নাম দিয়েছেন কার্ভো। সর্বপ্রথম এই প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে কলকাতাকেই বেছে নিয়েছেন ওই কর্তা।

এদিন তিনি বলেন, সরকারের কাছে দু'টি রুটের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। প্রথমটি হল, ধর্মতলা থেকে রানি রাসমণি রোড হয়ে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল, টেলিফোন ভবন হয়ে ফেয়ারলি। আর দ্বিতীয়টি হল শিয়ালদহ থেকে বি বা দী বাগ ভায়া সেন্ট্রাল, লালবাজার এবং জি পি ও। কিন্তু নগরোন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় প্রস্তাবটির উপর কাজ করতে বলা হয়। সল্টলেকের করুণাময়ী পর্যন্ত যাতে এই রুটটি বাড়ানো যায়, তা বিবেচনা করতে বলা হয়েছে।

সেই মতো আপাতত শিয়ালদহ থেকে বি বা দী বাগ পর্যন্ত রোপওয়ে চালানোর জন্য রিসার্চ করছে রোপওয়ের ওই সংস্থা। এই প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত বলতে গিয়ে শেখরবাবু আরও জানান, তিন কিলোমিটারের এই রাস্তা যেতে ১৫-১৭ মিনিট সময় লাগবে। এই রোপওয়ের মাধ্যমে চলা কেবল কারের গতি হবে ঘণ্টায় ১২.৫ কিমি। ভাড়া ১০ টাকা রাখার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি কেবল কারে আট থেকে ১০ জন বসতে পারবেন। ২২ থেকে ২৫ সেকেন্ড অন্তর একটি করে এই কার ছাড়বে। এই প্রকল্পের জন্য ৪৫-৫০ কোটি টাকা খরচ হবে।

মূলত এই রোপওয়ে বিনোদন পার্ক, পাহাড়ি অঞ্চল বা কোনও তীর্থস্থানেই দেখা গিয়েছে। হঠাৎ শহরের মধ্যে পরিবহণ হিসাবে কেন চালু করার ইচ্ছা? এর উত্তরে সংস্থার কর্তা বলেন, এটি সুরক্ষিত এবং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় দ্রুত পৌঁছানো যাবে। দূষণ একদম হয় না। এটি বিদ্যুতের মাধ্যমে চলবে। ফলে তেলের কোনও খরচ লাগবে না। তার থেকেও বড় কথা রাস্তায় যানজটের হ্যাপা পোহাতে হবে না যাত্রীদের। সব মিলিয়ে এই ব্যবস্থা যোগাযোগের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা এনে দেবে বলে আমার আশা।

এই প্রকল্পের জন্য জমি কোনও সমস্যা হবে না বলে জানিয়েছেন শেখরবাবু। তিনি বলেন, রোপওয়ের জন্য যে পিলার পুঁততে হবে, তার জন্য খুব অল্প জমি প্রয়োজন। তা পেতে খুব সমস্যা হবে না। আর সরকারের সহযোগিতা পেলে দু' বছরের মধ্যে এই কাজ শেষ করা সম্ভব হবে।